তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবিতে অনলাইন সংবাদ সম্মেলন

বিদ্যমান পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপে তামাক কোম্পানির লাভ অনাকাক্সিক্ষতভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই আগামী অর্থবছর থেকে তামাকজাত দ্রব্যের বিদ্যমান অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতির পরিবর্তে, সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টায় এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানায়। সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি সম্বলিত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আবদুল্লাহ।

বাটা’র সমস্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিএনটিটিপি’র কনভেনর ড. রুমানা হক ও বাংলাদেশ পার্লামেন্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিখিল ভদ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প পরিচালক সাগুফতা সুলতানা।

এসএম আবদুল্লাহ বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে প্রচলিত অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিটি জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লেও তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন কাক্সিক্ষত হারে কমছে না তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। বরং তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাক্সিক্ষতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭৬ ভাগ দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কোন না কোনভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির করারোপ ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিশ্বের ১১৫ টি দেশে ইউনিফর্মড কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। অর্থাৎ

এসব দেশে সব সিগারেট এক দামে কিনতে হয়, কোন মূল্য স্তর নেই।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র বাংলাদেশে স্তরভিত্তিক অ্যাড ভেলোরেম পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্র্রব্যের ওপর করারোপ করা হয়। তিনি থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার সফলতার তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে সুনির্দিষ্ট করারোপের সুবিধাসমূহ তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রচলিত ‘মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২’ এর ধারা ১৫(৩) ও ৫৮ অনুযায়ী সবধরনের তামাকজাতপণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা সম্ভব।

ড. রুমানা হক বলেন, বিশ্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল দেশগুলো ‘অ্যাড ভেলোরেম’ করারোপ পদ্ধতির পরিবর্তে ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ‘সুনির্দিষ্ট করারোপ’ পদ্ধতিতে দ্রব্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পরিবর্তে দ্রব্যের পরিমাণের ওপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে করের পরিমাণ নির্ণয় ও কর আদায় করা সহজ হবে, সব ধরণের তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে।

ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি হলে জনস্বাস্থ্য রক্ষা পাবে। ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের কর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ১১ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৮ লক্ষ তরুণ নতুন করে ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে।

এসময় নিখিল ভদ্র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে অধিক হারে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়াতে হবে যেন তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে তারা ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য কর প্রস্তাবও তুলে ধরেন। এই প্রস্তাবে রয়েছে- বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা। প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নিম্ন স্তরে ৫০ টাকা, মধ্যম স্তরে ৭০ টাকা, উচ্চ স্তরে ১১০ টাকা ও প্রিমিয়াম স্তরে ১৪০

টাকা নির্ধারণ করে যথাক্রমে ৩২.৫০ টাকা, ৪৫.৫০ টাকা, ৭১.৫০ টাকা, এবং ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে যথাক্রমে ১১.২৫ টাকা এবং ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। ই-সিগারেটের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা।

পাশাপাশি সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকার সুপারিশ করা হয়।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার কৌশল ও সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সারাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন সচেতনা প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত রাষ্ট্রিয় এই দফতরের সার্বিক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্বসহ কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।

সরকার ঘোষিত ‘কঠোর লকডাউন’ পরিস্থিতিতে বিশেষ এই কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও সংহত করতে অধিদপ্তরের আয়োজনে করেনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক ভার্চ্যুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয় গেলো ৩রা মে। এই ভার্চুয়াল কর্মশালায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ৬৪ জেলা তথ্য অফিস এবং ০৪টি পার্বত্য

উপজেলা তথ্য অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচালক, উপপরিচালক এবং তথ্য কর্মকর্তাসহ ৯১ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। এর বাইরেও কর্মশালায় অংশ নেন তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য কর্মকর্তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সচেতনতামূলক প্রচার কাজ বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন কার্যক্রমে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও তাগিদ দেন তিনি।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়) মো: মনিরুজ্জামান।

করোনাসময়ে কার্যকর প্রচার কৌশল বাস্তবায়ন এভং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুরক্ষা বিষয়ে তথ্যপত্র উপস্থাপন করেন আইইডিসিআর, ঢাকা’র সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকতা এ এস এম আলমগীর।

কোভিঢ-১৯ ঝুঁকি কমাতে যোগাযোগ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বিষয়ে বক্তৃতা করেন ইউনিসেফ, বাংলাদেশের ম্যানেজার (যোগাযোগ ও উন্নয়ন) ইয়াসমিন খান। এছাড়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়য়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মো. আনছার আলী দুর্যোগসময়ে প্রচার কাজ বাস্তবায়ন: বরদ্দ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম আলমগীর করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং করোনাসময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য করেন। তিনি করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত তথ্য কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের প্রসংশা করেন।

করোনাসময়ে প্রচার কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান।

আলোচকদের উপস্থাপনায় গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের চলমান প্রচার কৌশলে প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের না হওয়া, বাইরে গেলে অবশ্যই সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা, শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এবং অবশ্যই টিকা নেয়ার মত স্বাস্থ্যবিধি সাধারনকে জানানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

এছাড়াও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে সড়ক ও পথপ্রচারের মাধ্যমে এমন প্রচার-প্রচারণাকে আরো বেশি করে তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর জোর দেয়া হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজও ঝড়বৃষ্টির আভাস, নদীবন্দরে ১ নম্বর সতর্কতা

দেশের আটটি বিভাগের কোনো কোনো জায়গায় আজও বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৫ মে) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে ঝড়বৃষ্টির এ সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে আজ ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও কুমিল্লা অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আগামী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে আরো বলা হয়েছে, সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে কর্মস্থলে থাকতে হবে চাকরিজীবীদের

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলমান বিধি-নিষেধের মেয়াদ আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। বুধবার (৫ মে) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি অফিস এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ঈদের ছুটিতে আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব কর্মস্থলে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৬ মে) থেকে জেলার মধ্যে বাস চলবে। তবে বন্ধ থাকবে আন্তঃজেলা গণপরিবহন। এছাড়া আগের মতো ট্রেন ও লঞ্চ বন্ধ থাকবে।

আগের মতোই লকডাউনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান ও শপিং মল সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। খোলা থাকবে শিল্প-কারখানা। এছাড়া জরুরি সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান ছাড়া যথারীতি সরকারি-বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। সীমিত পরিসরে ব্যাংকে লেনদেন করা যাবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

এছাড়া মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

এর আগে ৪ মে ‘ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটিতে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না’ এমন বিধান যুক্ত করে সাধারণ ছুটি ১৬ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ঈদের ছুটিতে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও শিল্প-কারখানার কর্মীদের কর্মস্থলেই থাকতে হবে জানিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গতকাল বলেন, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ছুটি তিন

দিনই থাকবে এবার। আমাদের প্ল্যান ছিল একদিন ছুটি দেওয়ার। ঈদের ছুটির দুই দিন শুক্র ও শনিবারই মনে হচ্ছে যাবে। যাতে কেউ কোথাও যেতে না পারে, ঢাকা না ছাড়তে পারে। কারণ ঢাকা হচ্ছে করোনার উচ্চসংক্রমণশীল এলাকা। ৮০ শতাংশ সংক্রমণই হয় ঢাকায়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঢাকা থেকে বা ঢাকার আশেপাশে থেকে শ্রমিকরা যদি ঈদের সময় অন্য জায়গায় চলে যায় তবে ম্যাসাকার হবে। সে জন্য আমরা চাচ্ছি সবাই কর্মস্থলেই থাকুক। সরকারি-বেসরকারি সবক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া আছে, ছুটি তিন দিনই থাকবে, কেউ এর বাইরে ছুটি দিতে পারবে না।

ফরহাদ হোসেন বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী এখনও চলাচলে কড়াকাড়ি আরোপ করার বিষয় আছে। আমরা বলছি, ঈদের সময় যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন। লোকজন মুভ করলে এটা ব্যাপকভাবে বেড়ে যেতে পারে। ভারতের বিষয়টি আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে। সেজন্য আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি।

চাঁদ দেখাসাপেক্ষে আগামী ১৪ মে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে। সূত্র-কালের কণ্ঠ

৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসে গোল্ড মেডেল পেলেন মেহেরপুরের মেহেদী

৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমসের বাস্কেটবল পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৫ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় মেহেরপুরের মেহেদী গোল্ড মেডেল জয় করেছেন।
গোল্ড মেডেল পাওয়ার পর আজ দুপুরে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, রাজধানীয় ধানমণ্ডিতে ৯ম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ গেমস বাস্কেটবল ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার

দিকে। এতে মেহেদী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হয়ে খেলায় অংশ নেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৫ পয়েন্টে বাংলাদেশ সেনবাহিনীকে পরাজিত করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৫৭ পয়েন্ট অর্জন করে এবং বাংলাদেশ সেনবাহিনী অর্জন করে ৫২ পয়েন্ট। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড়দের গোল্ড মেডেল পরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাপণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা।

যত বড় নেতাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করুক কোনো ছাড় নয়: কাদের

দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যত বড় নেতাই হোক না কেন কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

ওবায়দুল কাদের সোমবার সকালে নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মেলনে যুক্ত হন।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, শেখ হাসিনা দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে, শৃঙ্খলা না মানলে যত বড় নেতা বা জনপ্রতিনিধি হোন না কেন, দল কাউকে ছাড় দেবে না।

বিভিন্ন নির্বাচনি প্রচার ও দলীয় কার্যক্রমে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খেয়ালখুশিমতো কথা বলা এবং অরাজনৈতিক বক্তব্য দল ও সরকারের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন কথাবার্তায় দলের শৃঙ্খলার বিঘ্নিত হয়।

তিনি আরও বলেন, কারও ব্যক্তিগত অনিয়মের দায় দল বহন করবে না।

ওবায়দুল কাদের জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা শেষে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় দলীয় শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, দলের দুঃসময়ে এদের কেউ পাশে থাকবে না। প্রক্ষান্তরে ত্যাগীরাই দলকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে বলেই পুরো জাতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে পারছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

মওদুদ আহমদ আর নেই

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি হন মওদুদ। এরপর ১০ মার্চ সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেয়া হয়।

সে সময় মওদুদের একান্ত সহকারী মমিনুর রহমান সুজন বলেছিলেন, ‘স্যারের ফুসফুসে গত ১২ দিন ধরে পানি জমা হচ্ছে, যার কারণে ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। পাশাপাশি উনার কিডনি জটিলতাও দেখা দিয়েছে।’

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বিএনপি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪ দলীয় জোট সরকারের

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৪০ সালের ২৪ মে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন মওদুদ আহমদ। তার বাবা মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমদ এবং মা বেগম আম্বিয়া খাতুন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ মওদুদ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে পুলিশি নির্যাতনের পর মওদুদ আহমদের ঠাঁই হয়েছিল কারাগারে। এই ঘটনা মনের অজান্তেই তাকে করে তোলে রাজনীতি সচেতন। ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের আপ্যায়ন সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অ্যাডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান প্রতিষ্ঠিত খেলাফত রব্বানীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশক্তির নেতা ছিলেন।

পেশাজীবী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর আইনজীবী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মানবাধিকার আইনজীবী হিসেবে নানা ভূমিকায় নিজেকে রেখেছিলেন রাজনীতির কক্ষপথেই। বিএনপি আর জাতীয় পার্টি গঠনে পালন করেন মুখ্য ভূমিকা। কারাভোগ করেছেন পাকিস্তান আমল, বঙ্গবন্ধু, এরশাদ, ওয়ান ইলেভেন ও মহাজোট সরকারের আমলে।

শিক্ষাজীবনে মওদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান পাস করে ব্রিটেনের লন্ডনের লিঙ্কন্স্ ইন থেকে অর্জন করেন বার-অ্যাট-ল। দেশে ফিরে হাইকোর্টে ওকালতির একপর্যায়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন আইনি লড়াইয়ে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আইনি লড়াই করতে খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউসিকে বাংলাদেশে আনতে রেখেছিলেন ভূমিকা। ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠকের ভূমিকা ছাড়াও ব্যারিস্টার মওদুদকে পোস্টমাস্টার জেনারেল নিয়োগ করে মুজিবনগর সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর দিকেও তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে।

মওদুদ আহমদ পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের জামাতা।

২৪ মে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে, হল খুলবে ১৭ মে

আগামী ২৪ মে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে এবং তার আগে ১৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী।

বিস্তারিত আসছে….

রাতে মাকে নিয়ে দেশ ছেড়েছেন সাকিব

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে মাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন এই ক্রিকেটার। রোববার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বিদেশে পাড়ি জমান তিনি।

সাকিবপত্নী উম্মে আহম্মেদ শিশির তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। তিনি দুই সন্তানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই থাকেন।

দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন সাকিব। তবে ওয়ানডে সিরিজে আলো ছড়ালেও ঊরুর চোটে ছিটকে গেছেন টেস্ট থেকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে দেশ ছাড়বেন তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিমরা। এই দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল সাকিবের। তবে সিরিজ চলাকালীন তৃতীয় সন্তানের পিতা হবেন তিনি। এজন্য বোর্ডের কাছে ছুটি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। সাকিবের আবেদন মঞ্জুর করে ছুটি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এজন্য

নিউজিল্যান্ড সফল মিস করছেন সাকিব।

এদিকে আইপিএলে খেলতে শ্রীলংকার বিপক্ষে টেস্ট থেকে ছুটি চেয়েছেন সাকিব। বিসিসি সেই আবেদনও মঞ্জুর করেছে। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। এই সমালোচনার মধ্যে সাকিবের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা না থাকা নিয়ে দোলাচল দেখা দিয়েছে।

এর আগে রোববার মাকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রগামী বিমানে উঠেছেন সাকিব। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির লজিস্টিক সাপোর্টের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ওয়াসিম খান।

কে হচ্ছেন দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নতুন চেয়ারমান কে হচ্ছেন, তা নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ে আলোচনা চলছে। বর্তমান চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের মেয়াদ ১৩ মার্চ শেষ হচ্ছে। দুদক কমিশনার এএফএম আমিনুল ইসলামের মেয়াদও প্রায় একই সময় শেষ হচ্ছে। এ কারণে সরকারকে এখন দুদকের চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনার নিয়োগ দিতে হচ্ছে। এ ধরনের নিয়োগ উচ্চপর্যায়ের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

দুদক আইন অনুযায়ী তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে দুদক গঠিত হয়। কমিশনারদের মেয়াদ পাঁচ বছর। তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দুদকের নতুন চেয়ারম্যান ও একজন কমিশনার নিয়োগ দিতে সরকার ২৮ জানুয়ারি বাছাই কমিটি গঠন করে। আপিল বিভাগের বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে সভাপতি করে পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন: হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, মহাহিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন এবং অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এরইমধ্যে চেয়ারম্যান হিসাবে বেশ কয়েকজনের নাম আলোচনায় রয়েছে। এ তালিকায় রয়েছেন: সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়া, সাবেক আইনসচিব হাবিবুল আউয়াল,

দুদকের বর্তমান কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান, আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব নজিবুর রহমান।

এদিকে কমিশনার পদেও বেশ কয়েকজনের নাম আলোচনায় রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন: সাবেক সচিব ও সাবেক দুদকসচিব ফয়জুর রহমান চৌধুরী, সদ্য অবসরে যাওয়া আইনসচিব মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারি, দুজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ ও সাবেক একজন আইজিপি। জানা গেছে, দুদক চেয়ারম্যান পদে তিনজন থেকে একজনকে এবং কমিশনার পদে তিনজন থেকে একজনকে নিয়োগের প্রস্তাব শিগগির করবে বাছাই কমিটি। দুদক আইনের ধারা ৬-এর অধীন নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে কমিটি সুপারিশ পাঠাবে।

২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর তৎকালীন বিএনপি সরকার বিদেশি দাতা সংস্থার চাপে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করে। বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে দুদকের প্রথম চেয়ারম্যান করা হয়। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা ও আর্থিক ডিভিশনের মনিরউদ্দিন আহমেদকে কমিশনার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দুদককে তারা কার্যকর করতে পারেননি। নিজেদের মধ্যে দূরত্বের কারণে দুদকের বিধিমালাও তারা করতে পারেননি। ফলে বিতর্কিত দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত করা হলেও তিনজনের অনৈক্যে দুদক তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তনের পর সেনাশাসিত সরকার দুদককে সক্রিয় করে। সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মশহুদ উদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এনবিআরের কমিশনার মনজুর মান্নান ও সাবেক জেলা জজ হাবিবুর রহমানকে কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ২০১০ সালের এপ্রিলে দুদক চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এরপর সাবেক সচিব গোলাম রহমানকে দুদকের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। তার মেয়াদ শেষে দুদকের কমিশনার এম বদিউজ্জামানকে কিছুদিনের জন্য দুদকের চেয়ারম্যান করা হয়। তার মেয়াদ শেষ হলে সাবেক সিনিয়র সচিব ইকবাল মাহমুদকে ২০১৬ সালের মার্চে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়।